কোস্ট শিক্ষা প্রকল্পের মাসিক বুলেটিন

দর্পণ

বর্ষঃ ৫ম, সংখ্যাঃ ৫১

মার্চ ২০২৩

COAST Foundation

মানবিক সহায়তা ও সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে, ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় কোস্ট ফাউন্ডেশন রোহিঙ্গা শিশুদের প্রাক প্রাথমিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করছে। ক্যাম্প-১৪ তে কোস্ট ফাউন্ডেশনের ৮৪টি লার্নিং সেন্টার ও ৫০টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে সর্বমোট ৬৭৯২ জন শিক্ষার্থী আনন্দঘন পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে।

উদযাপিত হলো আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস

কোরআন তেলওয়াত এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় শিশুদের অংশগ্রহণ

আলোচনায় প্রতিযোগীদের অংশগ্রহণ ও বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ, ছবি- সালাউদ্দিন, পিও।

শিক্ষা ব্যক্তিগত, সামাজিক বৃদ্ধি ও বিকাশের ভিত্তি। আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস এবং শিক্ষার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির প্রচারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা তুলে ধরে। শিক্ষা ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন করে, তাদের জীবিকা উন্নত করে এবং দারিদ্র্য, অসমতা, সংঘাত সহ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা দিয়ে তাদের সজ্জিত করে। এই দিনটি শিক্ষার গুরুত্ব উদযাপন সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে। কোস্ট ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ক্যাম্প ১৪ এর সিআইসি হল রুমে ***"যেকোন বিনিয়োগে, শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিন"*** প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ পঞ্চম আন্তর্জাতিক শিক্ষা দিবস পালিত হয়। সম্মানিত ক্যাম্প ইনচার্জ মহদোয় আল ইমরান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ক্যাম্প ও সাইট ম্যানেজমেন্টের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী, কমিউনিটি লিডার, বাস্তবায়নকারী সকল শিক্ষা প্রকল্পের প্রতিনিধিগণ এবং প্রতিযোগীরা দিবস উদযাপন ও আলোচনায় অংশ নেন। চিত্রাঙ্কন ও কোরআন তেলওয়াত, এই দুটি ইভেন্টের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় ২৪ জন শিক্ষার্থী এবং কোরআন তেলওয়াত প্রতিযোগিতায় ৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

এর পূর্বে ক্যাম্প-১৪ তে শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী অন্যান্য সংস্থার লার্নিং সেন্টারের শিশুদের অংশগ্রহণে ডাক এবং প্যারট শিক্ষাকেন্দ্রে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। শিশুরা তাদের নিজস্ব চিন্তা এবং মননের মাধ্যমে লার্নিং সেন্টারের চিত্র ফুটিয়ে তুলে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরে শিক্ষার্থীরা খুবই খুশি। তারা মতামত প্রকাশ করেন যে সুন্দর একটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করার জন্য তারা অনুরোধ জানায়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ক্যাম্প ইনচার্জ মহোদয় বলেন, " দিবসটি উদযাপনের ফলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং তারা লেখাপড়ায় বেশি মনোযোগী হবে। তিনি সব শিক্ষা অংশীদারদের নিয়মিত এই ধরনের অনুষ্ঠান/দিবস আয়োজন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। কোস্ট ফাউন্ডেশনকে তিনি সাধুবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতে সকল ধরনের দিবস উদযাপনের জন্য আহ্বান জানান। অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ী ও সকল অংশগ্রহণকারীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মায়ানমার শিক্ষা কারিকুলামের উপর রোহিঙ্গা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

গুনগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়ন অব্যাহত

কোস্ট ফাউন্ডেশন শিক্ষা প্রকল্পের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ৩ দিনব্যাপী "Early learning and Myanmar Curriculumn" প্রশিক্ষণটি ক্যাম্প-১৪ এর ৩টি ভেন্যুতে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৩টি ব্যাচের মাধ্যমে ৬৬ জন রোহিঙ্গা শিক্ষক অংশগ্রহণ করে এবং এর মধ্যে বাসমাহ ফাউন্ডেশন নামের অন্য একটি সংস্থা থেকে ২জন প্রশিক্ষণার্থীও অংশগ্রহণ করেন। শিশু শিক্ষা ও মায়ানমার কারিকুলাম বিষয়ে শিক্ষকদের ধারনা আরও স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হয়। শিক্ষকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছে এবং তাদের শিখন প্রক্রিয়া ছিল খুবই ভাল। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫৪ জন পুরুষ এবং ১২ জন নারী রোহিঙ্গা শিক্ষক ছিলেন। সম্প্রতি রোহিঙ্গা শিশুদের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য ইউনিসেফ কর্তৃক নতুন কারিকুলাম চালু করা হয় যা মায়ানমার কারিকুলাম হিসেবে পরিচিত। যেহেতু কারিকুলামটি নতুন তাই রোহিঙ্গা শিক্ষকদের কারিকুলাম ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এবং যথাযথভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের জন্য প্রকল্পটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

প্রশিক্ষনার্থীদের একাংশ, ছবি- মহিউদ্দিন জিলানী, টিও

উল্লেখযোগ্য আলোচনার মধ্যে ছিল (ক) আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কি এবং তা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক হিসেবে কি ধরনের ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। (খ) প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে কিভাবে শিশু তার শিক্ষা জীবনে প্রবেশ করে এবং প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব (গ) পেরেন্টস-কেয়ারগিভার এবং সি.ই.এস.জি মিটিংয়ের প্রতিবেদন তৈরির কৌশল (ঘ) মায়ানমার কারিকুলাম পাইলটিং ও স্কেল আপ (ঙ) লার্নিং সেন্টারে শিশুর সাথে করনীয় ও বর্জনীয় (চ) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে কার্যকরী যোগাযোগের কৌশল (ছ) শিশু-বান্ধব শ্রেণীকক্ষ, শিশু অধিকার এবং অন্তর্ভুক্তিমুলক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ছাড়াও প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর আলোচনা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেক

অংশগ্রহণকারীকে মূল্যায়নের মাধ্যমে তাদের শিখন মাত্রা যাচাই করা হয়েছে এবং এ থেকে পরিলক্ষিত হয়েছে যে ৯০% প্রশিক্ষণার্থী যারা নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রতিবন্ধী শিশুদের চিহ্নিতকরণ এবং সহায়ক মূল্যায়ন

অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে কোস্ট বদ্ধপরিকর

শিশুদের প্রতিবন্ধিতা যাচাই করা হচ্ছে, ছবি–সুরাইয়া নাসরিন, জেন্ডার এন্ড ডিজিবিলিটি ইনক্লুশন অফিসার।

মানবিক সহায়তার অংশ হিসেবে, কোস্ট ফাউন্ডেশন ইউনিসেফের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রোহিঙ্গা শিশুদের জন্য শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা শিশুরা ক্যাম্প–১৪ তে ৮৪ টি লার্নিং সেন্টার ও ৫০ টি শিশু বিকাশ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬৭৯২ (৫৫৩৭ + ১২৫৫) জন আনন্দঘন পরিবেশে মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণ করছে। প্রতিবন্ধকতার গন্ডি পেরিয়ে শিক্ষা কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী শিশুদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফের সহযোগিতায় হেন্ডিক্যাপ ইন্টারন্যাশনাল রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এধরনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর ধারাবাহিকতায় কোস্ট শিক্ষাকেন্দ্র সমূহে সর্বমোট ৫৪ জনকে (৩৭ বালক+১৭ বালিকা) অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায় যারা সামাজিক/পরিবেশগত বাধার কারণে সঠিকভাবে যেকোন কাজ করতে পারে না। ব্যক্তি যে সমাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে পারে না তাকে প্রতিবন্ধী বলে গণ্য করা হয়। "প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে মিথস্ক্রিয় মনোভাব এবং পরিবেশগত বাধা যা অন্যদের সাথে সমান ভিত্তিতে সমাজে তাদের পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণকে বাধা দেয় তার ফলাফল"।

সম্প্রতি কারিগরি সহযোগিতার অংশ হিসেবে গত ২৩ থেকে ২৬ জানুয়ারী পর্যন্ত Handicap international (HI) কোস্ট ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন লার্নিং সেন্টার ও ইসিডি সেন্টারের ৫৪ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৪৭ জনকে রেফারেল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে Child Functional Module দ্বারা প্রতিবন্ধীতা চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া ও তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করে। এর মধ্যে ২৩ জন শিক্ষার্থীকে Occupational therapy, ১১ জনকে Speech & language therapy এবং ১৩ জনকে physiotherapy দিয়েছেন। HI থেকে সহযোগীতাকারীদের মধ্যে ২ জন CFM-Data collection specialist, ১ জন Occupational therapist, ১ জন Speech & language therapist এবং ১জন physiotherapist এ কার্যক্রমটি সম্পন্ন করেছেন। স্ক্রিনিং করা শিশুদেরকে ইউনিসেফ থেকে Assistive device প্রদান করা হবে যাতে করে তারা শিক্ষাকেন্দ্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই কার্যক্রমের প্রধান উদ্দেশ্য প্রবেশযোগ্য শিক্ষা উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা কেন্দ্রে অর্ন্তভুক্তিমূলক শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা। সামগ্রিকভাবে, অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল এমন একটি শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা যা প্রবেশগম্য, ন্যায়সঙ্গত এবং সকল শিক্ষার্থীর বিভিন্ন চাহিদার প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল। কোস্ট ফাউন্ডেশনের শিক্ষা কেন্দ্রগুলো প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আরও উপযোগী হয়ে উঠবে এ লক্ষ্য নিয়ে মাঠে কর্মীরা কাজ করে যাচ্ছেন।

কার্যক্রম পরিদর্শন এবং লার্নিং শেয়ারিং সেশন সম্পন্ন

ক্যাম্প ইনচার্জের ইসিডি সেন্টার পরিদর্শন এবং লার্নিং শেয়ারিং সভায় অংশগ্রহণ।

ইউনিসেফের সহযোগিতায় ক্যাম্প ১৪ তে কোস্ট ফাউন্ডেশন মোট ৫০ টি ইসিডি সেন্টারের মাধ্যমে ১২৪৫ জন ৩–৫ বছরের শিশুকে শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এর ধারাবাহিকতায় গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ লার্নিং ও শেয়ারিং বিষয়ক একটি পরিদর্শন সম্পন্ন হয়। উক্ত পরিদর্শন ইভেন্টে ক্যাম্প কতৃপক্ষ বিশেষ করে সিআইসি মহোদয় এবং সিএমও, ক্যাম্প ১৪তে ইসিডি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এমন সংস্থা ও কমিউনিটির সচেতন ব্যক্তিবর্গ যৌথভাবে ইসিডি সেন্টারের কার্যক্রম পরিদর্শনে অংশগ্রহণ করেন।

ইসিডি সেন্টার পরিদর্শন ও আলোচনায় সিআইসি স্যারের অংশগ্রহন, ছবি–মাহবুব

এসময় তাঁরা কয়েকটি ব্লক-কের ইসিডি সেন্টারে সরাসরি ভিজিট করেন এবং শিশু ও সেন্টার ফ্যাসিলিটেটরদের সাথে মতবিনিময় করেন। অংশগ্রহণকারি দলের সকল সদস্য কোস্ট ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়ন কৌশল দেখে মুগ্ধ হন ও প্রশংসা করেন। ভিজিট শেষে সিআইসি হল রুমে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্প ১৪ এর সিআইসি মহোদয়। তিনি তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন, কোস্ট ফাউন্ডেশনের এমন উদ্যোগকে ক্যাম্প কতৃপক্ষের পক্ষ থেকে সাধুবাদ জানাই। কর্মীগণ তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে ক্যাম্পে কোমলমতি শিশুদের বিকাশের জন্য কাজ করছে। বিশেষ করে তিনি বলেন যে, ***" বিশেষ করে ৩–৫ বছরের শিশুদের শারিরীক ও মানসিক বিকাশে এবং শিক্ষা অভিমুখী করার অভ্যাস গড়তে ইসিডি কার্যক্রমের কোন বিকল্প নেই।"*** অন্যান্য ইসিডি কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিগণ বলেন যে, আযোজিত ইসিডি সেন্টার পরিদর্শন এবং কর্মশালা থেকে অর্জিত গুরুত্বপূর্ণ শিখনসমূহ আমাদের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করব এবং সকল অংশিজন একত্রিত হয়ে কমন প্লাটফর্মে পরবর্তিগুলো বাস্তবায়ন করব।

মার্চ ২০২৩ মাসের উল্লেখযোগ্য কাজ সমূহঃ

সামাজিক সম্প্রীতি ও শরনার্থী অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৮ ব্যাচ
কমিউনিকেশন ফর ডেভলপমেন্ট প্রশিক্ষণ	১
কমিউনিটি এডুকেশন সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং	১৩৪
পেরেন্টিং সেশন	১৩৪
লার্নিং ফ্যাসিলিটির শিক্ষদের মাসিক সমন্বয় সভা	৩

যোগাযোগঃ
জসীম উদ্দিন মোল্লা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক–০১৭১৬৩৬১০৮৭
www.coastbd.net

এই প্রকাশনাটি তৈরীতে প্রকল্পের সকল পর্যায়ের সহকর্মীগণ তথ্য এবং ছবি দিয়ে সহযোগীতা করেছেন। প্রদর্শিত ছবিগুলো ব্যক্তির অনুমতিক্রমে প্রদান করা হয়েছে।